দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAY 19 1988
পৃষ্ঠা ইসলাম

137

থানায় ২০টি স্কুল-কলেজ উন্নয়নের আওতাভুক্ত হলেও কোন মাদ্রাসা চোখে পড়ে না

–আই, সি, পি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ যে মুহূর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একের পর এক সার্কুলার জারির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের পাঁয়তারায় লিপ্ত, যে মুহূর্তে দেশবাসী স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছেন একটি থানায় ২০টি স্কুল-কলেজকে ডেভেলপমেন্ট-এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও একটি মাদ্রাসার নামও চোখে পড়ে না। সে মুহূর্তে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন আই, সি, পি'র পক্ষ থেকে জাতীয় ৭ দফা সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদানমন্ত্রীর দফতরে একাধিকবার প্রদান করার পর অধ্যাবধি কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি। আই, সি, পি'র এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঃ ছামাদ আজাদ, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসা শিক্ষা বন্দ হবে না বরং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে যে বক্তব্য রেখে চলেছেন, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাদের অবিলম্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মত মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যও পৃথক মন্ত্রণালয় এবং পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হোক।

ইসলামী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুফতী মোঃ ইলিয়াস ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ গোলাম মোস্তফা এক যুক্ত বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলমানের এ দেশে কোরআন, হাদীস, অংক, বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞান সম্বলিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই দেশে শিক্ষা নীতি প্রণীত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা নাস্তিকদের উচ্ছিষ্টভোগী কিছু মোনাফেকের ষড়যন্ত্রের কারণেই শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে বৈষম্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

আই.সি. পি'র পেশকৃত ৭ দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ অনতিবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় এবং পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর স্থাপন, শুধু মাত্র শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নয় বরং শিক্ষা, বৃত্তি, চাকরির সর্বস্তরে ফাজিলকে স্নাতক, কামিলকে স্নাতকোত্তরের মান প্রদান, মঞ্জুরিপ্রাপ্ত সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসায় অনুদান প্রদান করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক জাতীয় আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথক টেক্সটবুক বোর্ড এবং প্রতি বিভাগে একটি করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন ইত্যাদি।